বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব
পার্লামেন্টারী স্ট্যাডিজ

Global Gateway

Funded by
the European Union

# জাতীয় বাজেট ২০২৪-২০২৫: সারসংক্ষেপ

## পরিবহন ও যোগাযোগ

Finance Division, Ministry of Finance
PFM Action Plan
Component-12
Strengthen Parliamentary Oversight and Scrutiny of Public Expenditure

DT Global

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
Centre for Policy Dialogue (CPD)

বাজেট হেল্পডেস্ক ২০২৪

Technical Assistance to Support the Implementation of the PFM Reform Strategic Plan in Bangladesh

## ১. প্রেক্ষাপট

পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সমগ্র অঞ্চলকে অভিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থার আওতায় এনে সামগ্রিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন সরকারের একটি অন্যতম অঙ্গীকার। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে দৃশ্যমান পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পদ্মা সেতু ইতোমধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এনেছে। অক্টোবর ২০২৩ সাল থেকে ৮২ কিঃমিঃ রেলপথ পদ্মা সেতুর সাথে সংযুক্ত হয়েছে। এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, মেট্রোরেল, বঙ্গবন্ধু টানেল, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের ৩য় টার্মিনাল এবং দৃষ্টিনন্দন কক্সবাজার রেলওয়ে স্টেশন ইতোমধ্যে বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়ন যাত্রায় নতুন মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

গাজীপুর হতে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত মোট ২০ কিলোমিটার বিআরটি লেনের নির্মাণকাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ইতোমধ্যে উত্তরা বি.এন.এস সেন্টার হতে টঙ্গি চেরাগ আলী মার্কেট পর্যন্ত ঢাকামুখী ৪.৫ কিলোমিটার এবং ময়মনসিংহমুখী দুই লেন যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে আশুলিয়া হয়ে সাভার ইপিজেড পর্যন্ত ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। পিপিপি ব্যবস্থার আওতায় ঢাকা-জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভূলতা-মদনপুর প্রবেশ-নিয়ন্ত্রিত মহাসড়কের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের বলিয়ারপুর হতে নিমতলী-কেরানিগঞ্জ-ফতুল্লা-বন্দর হয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের লাঙ্গলবন্দ পর্যন্ত ৩৯.২৩ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের সাশ্রয়ী ও নিরাপদ মাধ্যম হিসেবে রেলখাতের উন্নয়নের জন্য গত ১৫ বছরে দেশে ৯৪৭.৯৯ কিলোমিটার নতুন রেললাইন নির্মাণ, ৩৪০ কিলোমিটার মিটারগেজ রেললাইনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর, ১ হাজার ৩৯১ কিলোমিটার রেললাইন পুনর্বাসন/পুনর্নির্মান, ১৪৮টি নতুন স্টেশন বিল্ডিং নির্মাণ, ২৩৮টি স্টেশন বিল্ডিং পুনর্বাসন/পুনর্নির্মান, ১ হাজার ৬২টি নতুন রেলসেতু নির্মাণ, ৭৯৪টি রেলসেতু পুনর্বাসন/পুনর্নির্মান, ১৩৭টি স্টেশনে সিগন্যালিং ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং নতুন ১৪৪টি ট্রেন চালু করা হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ রেলওয়ের মাস্টারপ্ল্যান, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক ও ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা/টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এবং নির্বাচনী ইশতেহার ২০২৪ অনুযায়ী বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বিগত ১৫ বছরে চট্টগ্রাম বন্দরের জলসীমা ৭ গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং ডিজিটাল টাইডাল নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিগত এক দশকে ৫ লক্ষ ৮০ হাজার বর্গমিটার ইয়ার্ড নির্মাণ করা হয়েছে, যার ফলে বন্দরের কন্টেইনার ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। মোংলা বন্দরের কার্গো হ্যান্ডলিং কার্যক্রম আধুনিকীকরণসহ ভেসেল ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম (ভিটিএমআইএস) প্রবর্তন করা হয়েছে। পাশাপাশি, দেশের তৃতীয় সমুদ্রবন্দর পায়রায় সীমিত আকারে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এছাড়া, মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দর উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

## ২. ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সড়ক পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে বরাদ্দ

প্রস্তাবিত ২০২৪-২৫ বাজেটে পরিবহন এবং যোগাযোগ খাতে ৮০ হাজার ৪৯৮ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে, যা বর্তমান ২০২৩-২৪ সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের চেয়ে ১১ শতাংশ বেশি। উল্লেখ্য ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে পরিবহন এবং যোগাযোগ খাতে বরাদ্দ ছিল ৮৫ হাজার ১৯০ কোটি টাকা (লেখচিত্র ১)।

আসন্ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে সড়ক পরিবহন ও সেতু খাতের বরাদ্দ প্রস্তাব মোট বাজেটের ১০.১ শতাংশ (লেখচিত্র ১)। মন্ত্রণালয়/বিভাগওয়ারি বরাদ্দের বিবেচনায় সড়ক পরিবহন এবং মহাসড়ক বিভাগের জন্য বরাদ্দ সর্বোচ্চ – ৩৮ হাজার ১৪৩ কোটি টাকা (লেখচিত্র ২)।

## লেখচিত্র ১: বাজেটে পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে বরাদ্দ

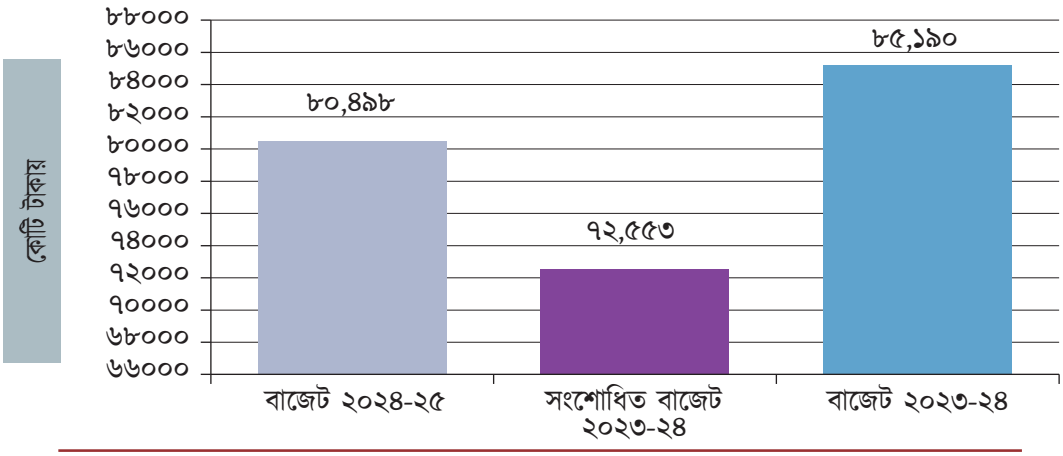


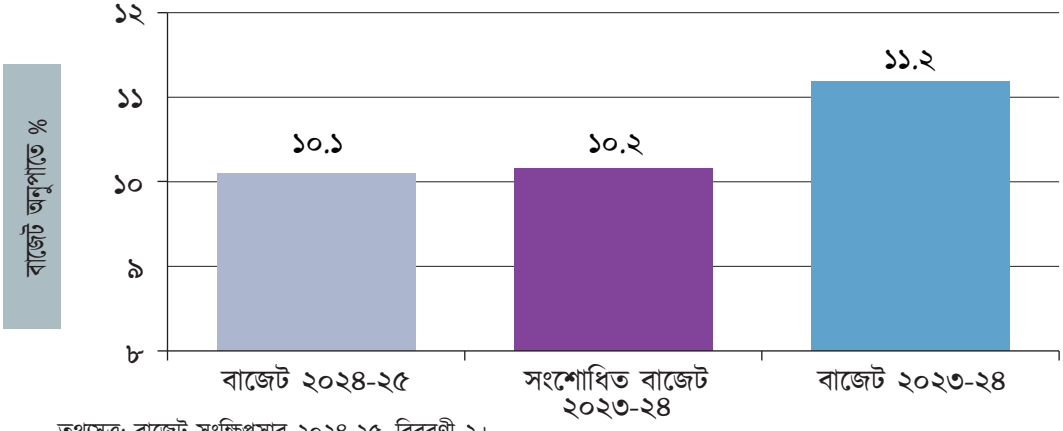


তথ্যসূত্র: বাজেট সংক্ষিপ্তসার ২০২৪-২৫, বিবরণী ২।

## লেখচিত্র ২: মন্ত্রণালয়/বিভাগওয়ারী পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে বাজেট বরাদ্দ

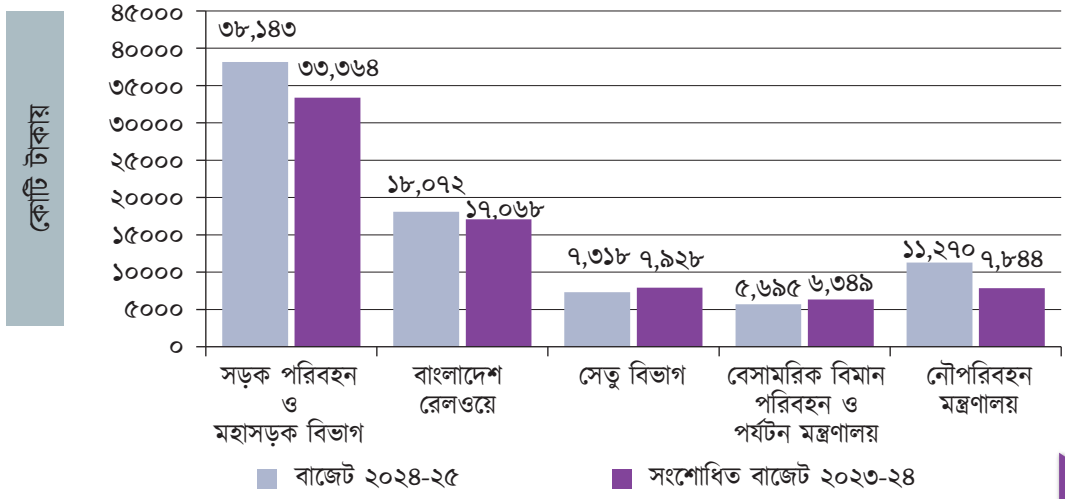


তথ্যসূত্র: বাজেট সংক্ষিপ্তসার, বিবরণী-২।

## ৩. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে বরাদ্দ

আসন্ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে মোট বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৬৯ হাজার ৮২ কোটি টাকা - যা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মোট বরাদ্দের ২৬.১ শতাংশ। আসন্ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অংশীদারিত্ব সবচেয়ে বেশি - ৩২ হাজার ৪২ কোটি টাকা (লেখচিত্র ৩)। এছাড়া, রেল, ব্রিজ, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য বরাদ্দ যথাক্রমে ১৩ হাজার ৭২৬ কোটি, ৭ হাজার ৩০৯ কোটি, ৫ হাজার ৬৩২ কোটি এবং ১০ হাজার ৩৭৩ কোটি টাকা।

**লেখচিত্র ৩: পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ প্রস্তাবনা**

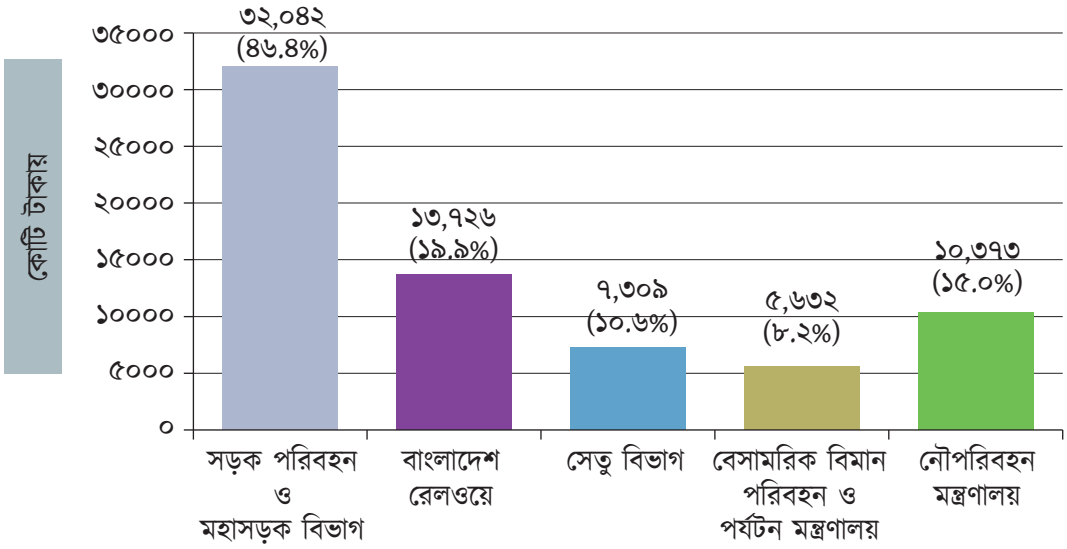


তথ্যসূত্র: বাজেট সংক্ষিপ্তসার ২০২৪-২৫, বিবরণী ১০।

## ৪. উপসংহার

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং শক্তিশালী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য যোগাযোগ ও পরিবহন খাতে বরাদ্দ এবং এর কৌশলগত ও কার্যকর ব্যবহার অত্যন্ত জরুরী। সড়ক ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার অবকাঠামোগত উন্নয়ন, গণপরিবহন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, যোগাযোগ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা সম্প্রসারণ, বিদ্যমান অবকাঠামোগত যোগাযোগ ব্যবস্থার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ খাতে ব্যাপক সংস্কার ও উন্নয়নের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য ও সময়োপযোগী যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলে কম খরচে, কম ব্যয়ে, নিরাপদ ও দ্রুতগামী করার মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য অধিকতর সুবিধাজনক পরিবেশ তৈরী করা সম্ভব, যা অর্থনৈতিক গতিশীলতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে।

This printed material was produced with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of DT Global and CPD, and do not necessarily reflect the views of the European Union.